সমকাল

তারিখ 09 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

নবম শ্রেণিতে চালু হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা

■ সাব্বির নেওয়াজ

বর্তমানে নবম শ্রেণিতে কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় না। অষ্টম শ্রেণির জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হয়। তবে আসন্ন ২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা চালুর চিন্তা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সব শ্রেণিতে আবেদন ফি ১৫০ টাকার স্থলে আরও ২০ টাকা বাড়িয়ে ১৭০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন নীতিমালায়। এ দুটি পরিবর্তনসহ 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির নীতিমালা-২০১৮'-এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে মন্ত্রণালয়।

নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন ফ্রান্সে ইউনেস্কো সম্মেলনে থাকায় নীতিমালা চূড়ান্ত করতে দেরি হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এ কথা জানিয়েছেন।

তবে গতবারের মতো এবারও সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। অবশ্য উপজেলা পর্যায়ে যেখানে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা পর্যাপ্ত নয়, সেখানে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতেও ভর্তি কার্যক্রম চালানো যাবে। আর বেসরকারি স্কুল যাদের সক্ষমতা রয়েছে, তাদের অনলাইনে করতে হবে। এ ছাড়া এবারও ঢাকা মহানগরীর সরকারি-বেসরকারি স্কুলে ভর্তিতে স্ব-স্ব এলাকার জন্য ৪০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ থাকবে। সরকারি স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে দেবে মাউশি। আর বেসরকারি স্কুলের জন্য ক্যাচমেন্ট এরিয়া ঠিক করবে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ।

মাউশির সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১) সাখায়েত হোসেন বিশ্বাস গত রোববার সমকালকে বলেন, নতুন বছরের ভর্তি নীতিমালায় বড় কোনো পরিবর্তন আসছে না। অধিদপ্তর থেকে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো খসড়ায় দু-একটি বিষয়ে পরিবর্তনের প্রস্তাব থাকবে। এর মধ্যে নবম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া এবং আবেদন ফি আগের ১৫০ থেকে ২০ টাকা বৃদ্ধি করে ১৭০ টাকা নির্ধারণ করার বিষয়টি রয়েছে।

আবেদন ফি বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ২০১০ সাল থেকে ১৫০ টাকা করে আবেদন ফি নেওয়া হচ্ছে। সময়ের প্রেক্ষাপটে ২০ টাকা বৃদ্ধি হলে অভিভাবকদের জন্য সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ, ওই অর্থ ভর্তি পরীক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ, যেমন– বিজ্ঞপ্তি প্রচার, আবেদন ফরম প্রস্তুত ও উত্তরপত্র মুদ্রণ, যাতায়াত, ফরম বিতরণ, আসনবিন্যাস, পরীক্ষা গ্রহণ, আপ্যায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও মুদ্রণ, প্রশ্নপত্র ভেন্যুতে প্রেরণ, কোড নম্বর প্রদান, উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানী ও আপ্যায়ন, ডিকোডিংসহ ফল তৈরি, কমিটির সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সবার সম্মানী এবং বিবিধ খরচ ইত্যাদি কাজে ব্যয় হয়।

আগের নিয়ম অনুসারে এবারও প্রথম শ্রেণির ভর্তির জন্য লটারির মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে। তবে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৮

নবম শ্রেণিতে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত মোট আসনের ১০ শতাংশ। ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ২ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা, আরও ২ শতাংশ কোটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত।

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি তারিখে বয়স ৬ প্লাস হওয়া লাগবে। বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বিদ্যালয়গুলো নির্ধারণ করবে। বয়স প্রমাণের জন্য নিবন্ধন সনদ লাগবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে গত বছরের মতো ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণিতে ১০০ নম্বরের দুই ঘণ্টার পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে বাংলা ১৫, ইংরেজি ১৫ ও গণিতে ২০ নম্বর করে মোট ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার এবং অন্যান্য শ্রেণিতে বাংলা ৩০, ইংরেজি ৩০ ও গণিতে ৪০ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের দুই ঘণ্টার পরীক্ষা থাকবে।

মাউশির কর্মকর্তারা জানান, গত বছর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নীতিমালা জারি করা হয়েছিল ৭ নভেম্বর। এবার সরকারের সিদ্ধান্তের বিলম্বের কারণে তারা এখনই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।

এ বছর রাজধানীর ৩৫টি সরকারি স্কুলে আবেদন করতে পারবেন অভিভাবকরা। তবে এর মধ্যে ১৪টিতে প্রথম শ্রেণি রয়েছে। প্রায় এক হাজার ছয়শ'র মতো আসনে ভর্তি হবে প্রথম শ্রেণি। দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণির আসন শূন্যের পরিসংখ্যান জানা যাবে বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর।